লিপি
শিলিগুড়ি, মঙ্গলবার, ৩১ জুলাই ২০১৮
Siliguri•Tuesday• July 31, 2018
Arthik Lipi, Page 3

অসমের জাতীয় নাগরিকপঞ্জি ইস্যুতে সরব আবদুল মান্নান ও সুজন চক্রবর্তী

বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলাতেও এনআরসি : দিলীপ ঘোষ

স্টাফ রিপোর্টার : অসমের খসড়া ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন্স বা নাগরিক পঞ্জি থেকে প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের নাম ওঠেনি বলে অভিযোগ। আর সেই নিয়ে সরগরম জাতীয় রাজনীতি। তার আঁচ এসে পড়েছে রাজ্যেও। এনআরসিতে অসমের প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের নাম না ওঠায় বিষয়টি নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনার প্রতিবাদ জানান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা আব্দল মান্নানও। সোমবার নাগরিক পঞ্জি ইস্যু নিয়ে সাংবাদিকদের জানান, 'অসমে যা ঘটেছে তা অত্যন্ত নক্কারজনক। বাঙালিদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে দেশের বাইরে করার চক্রান্ত চলছে। অসমে বিজেপি ভয়ঙ্কর খেলা খেলছে।' এই ইস্যুতে রাজ্যের পাশেই দাঁড়িয়েছেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর বক্তব্য, 'জাতীয় নাগরিক পঞ্জির নামে অসমে যেটা করা হচ্ছে সেই ইস্যুর বিরোধিতায় রাজ্য সরকার যদি বিধানসভায় কোনও প্রস্তাব নেয়, সেই নিয়ে কংগ্রেস আলোচনা করতে রাজি।' রাজ্যের বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, 'নাগরিক পঞ্জিতে নাম তোলার জন্য যে নথি চাওয়া হয়েছে সেটা খোদ রাষ্ট্রপতিরও নেই।' যদিও বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, 'অসমে এই ঘটনার জন্য বিজেপি দায়ী নয়। এটা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই করা হয়েছে।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে এনআরসি করা হবে'। বিজেপি বিধায়কের মানুষ অসমের পাশে আছে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার জন্য চামচেগিরি সহ্য করব না।' সোমবারই প্রকাশিত হয় অসমের নাগরিক পঞ্জির খসড়া। তাতে জানা যায়, ৩ কোটি ৩০ লক্ষ আবেদনকারীর মধ্যে নাম উঠেছে ২ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষের। তালিকা থেকে বাদ পড়া বাকি ৪০ লক্ষ মানুষের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। আর এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই দেশজুড়ে

জোর তরজা শুরু হয়েছে শাসক-বিরোধীতে। রাজ্যেও তুঙ্গে চাপানউতোর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগকে খারিজ করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের এদিন পাল্টা হুঁশিয়ারি, 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে অসমের মতো বাংলাতেও একইভাবে নাগরিকপঞ্জি তৈরি হবে। বাংলাদেশিদের ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাংলা ছাড়া করব। যারা এই কাজে বিরোধিতা করবে তাদেরও ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।' মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, আমরা না কি ভোটের রাজনীতি করছি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নিজে কী করছেন? নাগরিকরিকপঞ্জিতে নাম না থাকা ৪০ লক্ষ বাংলাদেশির জন্য প্রাণপাত করছেন কেন? এটা ভোটের রাজনীতি নয়?'

নাগরিক পঞ্জিতে ৪০ লক্ষ মানুষের নাম না ওঠার ঘটনা নিয়ে এদিন সরব হতে দেখা গিয়েছে বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তীকেও। তিনি বলেন, 'এনআরসি'র মধ্যে দিয়ে অসমের ৪০ লক্ষ মানুষের অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি।' নাগরিক পঞ্জি ইস্যুতে রাজ্য বিধানসভায় আলোচনার দাবি তুলেছে বাম ও কংগ্রেস। আজ মঙ্গলবার সেই নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা হতে পারে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদ জানিয়ে সর্বদল প্রস্তাব আনা হতে পারে।

ফের অটো দৌরাত্ম্য শহরে

যাদবপুরে চরম হেনস্থার শিকার মহিলা যাত্রী

স্টাফ রিপোর্টার: ফের অটোচালকদের দৌরাত্ম্যের শিকার সাধারণ মানুষ। সোমবার এক মহিলার গায়ে ধাক্কা মারার অভিযোগ উঠল এক অটোচালকের বিরুদ্ধে। এদিন সকালে ঘটনাটি ঘটে যাদবপুরের ৮বি বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটি অটো স্ট্যান্ডে।

যাদবপুরের নস্করপুরের বাসিন্দা রাপ্তান মণ্ডলের অভিযোগ, এদিন সকালে তিনি তার ন'বছরের ছেলেকে নিয়ে ৮বি বাসস্ট্যান্ডের সামনে একটি অটোতে ওঠেন। তার ছেলের স্কুলে পরীক্ষা থাকায় খানিকটা তাড়াহুড়োর মধ্যেই ছিলেন তাঁরা। অটোতে যাত্রী না হওয়ায় জন্য যাত্রীদের অপেক্ষায় ছিলেন অটোচালক। এর ফলে তাদের স্কুলে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যাবে ভেবে রাপ্তানদেবী অটো ছেড়ে একটি বাসে ওঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু উঠতে না পেরে ফের অটোতেই ফিরে আসেন তিনি। আর তাতেই বিপত্তি। মহিলার অভিযোগ, সে সময় অটোচালক অশোক তাদের অটোতে উঠতে বাধা দেন এবং তাঁর গায়ে ধাক্কা দেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে গালিগালাজও করে। এই ঘটনার পরেই যাদবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন রাপ্তান মণ্ডল।

এদিন তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে রাপ্তান জানান, বছর খানেক আগে এই রুটের অটো থেকেই তাকে এবং তার ছেলেকে একসঙ্গে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেদিনও তারা ৮বি'র সামনে থেকে স্কুলেই যাচ্ছিলেন। সেদিন সকালে স্ট্যান্ডে অটোয় বসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অটোওয়ালাকে ২০ টাকার নোট দিয়েছিলেন। যাতে ছেলের পরীক্ষার হলে পৌঁছাতে দেরি না হয়। সেই জন্যই আগেভাগে ভাড়া মিটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অটোচালক তাকে বলেন খুচরো দিতে। খুচরো দিতে না পারায় অটোচালক তাকে এবং তার ছেলেকে অটো থেকে নামিয়ে দেন। সেবার মুখ বুঝে সহ্য করেছিলেন এই অপমান। অভিযোগ, করেননি থানায়। কিন্তু আজ আর সহ্য করতে পারেননি। তার একটাই প্রশ্ন 'আমার অপরাধটা কোথায় ছিল?' ছেলেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি স্কুলে পৌঁছানোর জন্য অটো থেকে নেমে বাস ধরার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। আর তার জন্যই তাকে চূড়ান্ত হেনস্থার শিকার হতে হল। শুধু তাই নয়, তাঁর

অভিযোগ ওই অটোওয়ালা তাকে রীতিমতো শাসিয়ে বলেন তাঁকে এই স্ট্যান্ডের কোনও অটোতেই উঠতে দেবেন না। সেই সময় নিরুপায় হয়ে তিনি একের পর এক অটোতে ওঠার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু অটোচালকরা তাকে নিরুপায় দেখে বেশ মজা পাচ্ছিলেন। পর পর পাঁচখানা অটোতে তাকে উঠতে বাধা দেওয়া হয়। বাধ্য হয়ে তিনি ছেলের পরীক্ষার কথা বলে সবাইকে হাত জোড় করে অনুরোধও করেন। তাতে কোনও ফলাফল না হয়ে উল্টে কয়েকজন চালক তাঁকে ধাক্কা মারে এবং বিশ্রী ভাষায় কটূক্তি করে বলে অভিযোগ অটো দৌরাত্ম্যের শিকার রাপ্তান মণ্ডলের। রাপ্তান আরও জানিয়েছেন, সে সময় এতটাই অসহায় বোধ করছিলেন তিনি যে হতাশাগ্রস্ত হয়ে কেঁদেই ফেলেছিলেন। অথচ তাঁকে এরকম হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে দেখেও এগিয়ে আসেননি কোনও সহযাত্রী। সবাই এদিন তাদের পাশ কাটিয়ে চলে যান বলে অভিযোগ রাপ্তানের। তবে এই অভিযোগ করার পরেও স্বস্তিতে নন তিনি। কারণ ওই রুটের অটো করেই প্রত্যেকদিন ছেলেকে নিয়ে যেতে হবে তাঁকে। রাপ্তানের বক্তব্য, তিনি ভয় পান না। তাই পুলিশের কাছে তিনি অভিযোগ জানিয়েছেন।

তান্ত্রিক চক্রের জাল শহরে, ধৃত ৫

স্টাফ রিপোর্টার : তান্ত্রিকদের কাছে গিয়ে প্রতারিত হওয়ার ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু শহরের একদম উপকেন্দ্রে এ ধরনের ঘটনা চাঞ্চল্যকর। তাও আবার যদি শিকার হন কোনও কৃতী ছাত্রী। অবাক করার মতো কাণ্ড হলেও সত্যি ঘটনাটি। যাদবপুরের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চের এক ছাত্রী ডিপ্রেশানের শিকার হয়ে দ্বারস্থ হয়েছিল তান্ত্রিকের। একটি জনপ্রিয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখে যোগাযোগ করেছিল তান্ত্রিকের সঙ্গে। কিন্তু এরপর দফায় দফায় বিভিন্ন কারণে প্রথমে দশ এবং তারপর লাখ টাকা পর্যন্ত চেয়ে নেওয়া হয় তাঁর কাছ থেকে। কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয়নি। এরপরেই টনক নড়ে ছাত্রীটির। অভিযোগ করে সার্ভে পার্ক থানায়। তদন্তে নামে পুলিশ। কলকাতা পুলিশের সাইবার অ্যান্টি ফ্রড বিভাগের তদন্তকারীরা গ্রেফতার করে পাঁচ ব্যক্তিকে। ধৃতরা হল শাহাজাদ মালিক, ফইজল, বাসিম খান, ফাকুরুদ্দিন, আসিফ মালিক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এদের মধ্যে একজন তান্ত্রিক সাজতো। আর বাকিরা ছিল তার শাকরেদ।

নাগরিকপঞ্জি ইস্যুতে সর্বদল বৈঠকের পক্ষে সূর্যকান্ত

স্টাফ রিপোর্টার: নাগরিকপঞ্জি ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বিবৃতি দিলেও এর পেছনে প্ররোচনা রয়েছে বলে অভিযোগ সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্রের। সোমবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যদি সত্যিই শান্তিপূর্ণ সমাধান চান তাহলে তাঁর উচিত প্ররোচনা ও উত্তেজনা না ছড়িয়ে অবিলম্বে এ রাজ্যে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করা। বিধানসভার অধিবেশন চলছে। সেখানেও সর্বদলীয় প্রস্তাব নেওয়ার লক্ষ্যে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত সরকারের। এই প্রসঙ্গে তাঁর আরও সংযোজন, রাজ্যে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা ও সহমতের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রীর উচিত বিধানসভার সর্বদলীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলে সমাধানের জন্য চাপ সৃষ্টি করা।

নাগরিকপঞ্জির খসড়া প্রসঙ্গে এদিন বিজেপিকে আক্রমণ করতে ছাড়েননি সিপিএম পলিটব্যুরোর সদস্য। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সমস্ত ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের মনে বাড়তি ভিতির উদ্রেক করেছে। বিজেপি নাগরিকত্বের শর্ত হিসেবে ধর্মীয় পরিচয়কে টেনে আনতে চাইছে। এই ধরনের ধর্মীয় বিভাজন ঘটানোর চেষ্টা কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না। ধর্ম, ভাষা ও জাতি নিয়ে বিভেদের যে উসকানিমূলক চেষ্টা বিজেপি-আরএসএস করে চলেছে তা দেশের অখণ্ডতার পক্ষে বিপজ্জনক।

অসমের নাগরিকপঞ্জি নিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্নে যে বিবৃতি দেন তার সমালোচনা করে সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন, অসমের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছেন তা আসলে আশঙ্কা নিরসনের লক্ষ্যে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। নাগরিকত্ব আইন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অতীতের রাজনৈতিক ভূমিকা সেই সংশয়ের কারণ। অসম থেকে বাংলাভাষীদের এ রাজ্যে আসা ঠেকানোর জন্য উত্তরবঙ্গের পুলিশ প্রশাসনকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ পাঠিয়েছেন বলে যে সংবাদ রটেছে, তা যদি সত্যি হয় তবে সেটা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলবে।

চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যু রোগীর, অভিযোগ কমিশনে

স্টাফ রিপোর্টার : ফের চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠল কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে। ওই হাসপাতালের এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে এই বিষয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিকাল এসটাব্লিশমেন্ট রেগুলেটারি কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদিও ওই বেসরকারি হাসপাতালের পক্ষ থেকে এ ধরনের চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। সূত্রের খবর, মুকুন্দপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে কিডনির সমস্যা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন বছর একান্ন'র শুক্লা পাল। ওই হাসপাতালে ২২ জুলাই তার মৃত্যু হয়। এর দু'দিন পরে ২৪ জুলাই চিকিৎসার গাফিলতিতে শুক্লা দেবীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেন শুক্লাদেবীর স্বামী প্রদীপ পাল। এদিন ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিকাল এসটাব্লিশমেন্ট রেগুলেটারি কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। প্রদীপবাবুর অভিযোগ, তাঁর স্ত্রীর কিডনি'র সমস্যার জন্য ডায়ালিসিস চলছিল। কিন্তু ডায়ালিসিসের জন্য যে চ্যানেল করা হয়েছিল সেটা ঠিকভাবে করা হয়নি। দায়সারা চ্যানেল করার জন্যই তাঁর স্ত্রীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় এবং তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার যুবক

স্টাফ রিপোর্টার : লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার অভিযোগে মুম্বই

পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা কলকাতা থেকে গ্রেফতার করে এক যুবককে। ধৃতের নাম অনুজ কুমার গুপ্তা। মহেশতলার মুখার্জি গেট এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করেন মুম্বই পুলিশের তদন্তকারী অফিসাররা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত অনুজ মুম্বইয়ের এক ব্যবসায়ীর ডেবিট কার্ডের তথ্য হাতিয়ে বেশ কয়েক লক্ষ টাকার প্রতারণা করেছে। মূলত ফোন করে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট নম্বর বা এটিএম কার্ডের পিন কোড পরিবর্তন করার কথা বলে পাসওয়ার্ড জেনে নেওয়ার চেষ্টা করত অনুজ। এরপর নম্বর জেনে অনলাইনের মাধ্যমে টাকার তছরুপ করতে সে।

মুম্বইয়ের ওই ব্যবসায়ীয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে মুম্বই পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা গ্রেফতার করে অনুজ কুমার গুপ্তাকে। ক্রমাগত জায়গা পরিবর্তন করার জন্য ওই যুবককে ধরতে বেশ সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল তদন্তকারীদের। এ রাজ্যে তদন্ত করতে করতে এসে পৌঁছন মুম্বই পুলিশের চারজন অফিসার। শেষ পর্যন্ত রবিবার মহেশতলায় একটি মোবাইলের দোকানের সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, ধৃত অনুজ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় নাম পাল্টে মোবাইল দোকানদের সঙ্গে ভাব জমাত। এরপর তাদের বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠে দোকানের মালিকের থেকে অন্যের নামে সিম কার্ড নিত। এরপর সেই সিম ব্যবহার করে প্রতারণা করত ব্যবসায়ীদের। ধৃত অনুজ কুমারের বিরুদ্ধে মুম্বই পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা ৪২০,৪০৬ ধারায় মামলা দায়ের করে আলিপুর কোর্টে তোলে। সূত্রের খবর ধৃত অনুজকে মুম্বই পুলিশ ট্রানজিট রিমান্ডে মুম্বই নিয়ে যাওয়ার আবেদন করে আদালতে। এদিকে ধৃত এই যুবকের আসল নাম অনুজ কুমার গুপ্তা কি না তা নিয়েও ধন্দে রয়েছে পুলিশ। তবে এ বিষয়ে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি অনুজের সঙ্গে এই ধরনের প্রতারণা চক্রে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

রেলের পরে এবার ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ক্রেডাইয়ের সঙ্গে বৈঠক পুরসভার

স্টাফ রিপোর্টার: গত বছর থেকে শিক্ষা নিয়ে চলতি বছরের প্রথম থেকেই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করতে মাঠে নেমে পড়েছে কলকাতা পুরসভা। যাতে জমা জল, আবর্জনা কোথাও না থাকে তা নিয়ে মানুষকে সচেতনও করছে পুরসভা। এই নিয়ে রেলের সঙ্গে বৈঠকের পর সোমবার বিল্ডিং নির্মাণকারী সংস্থাগুলির সংগঠন ক্রেডাইয়ের সঙ্গে বৈঠক করে পুরসভার স্বাস্থ্য দফতর। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ওই সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট পীযূষ ভাগত, পুরসভার মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষ ও বিভাগীয় আধিকারিকরা। মূলত নির্মাণস্থলে যাতে জমা জল, আবর্জনা জমে না থাকে সেদিকে নজর রাখতে কড়া বার্তা দেন অতীন ঘোষ। এই বিষয়ে তিনি জানান,'যাতে জল জমে না থাকে, আবর্জনা পড়ে না থাকে সেই জন্যই বৈঠক ছিল। যদি কোনও বিষয় পুরসভার সহায়তার দরকার পড়ে তাহলে তাও করা হবে। আরও নজদারি বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে।' তবে ওই সংস্থাও নজরদারি করবে বলেই

আশ্বাস দিয়েছে। এমনটাই জানান অতীনবাবু। প্রসঙ্গত, শিয়ালদহ রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে রেলের সঙ্গে বৃহস্পতিবার বৈঠক করে পুরসভার স্বাস্থ্য দফতর। শিয়ালদহ রেল স্টেশন সংলগ্ন স্থানে মশার বংশ বিস্তার রুখতে স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে বিশেষ দল গঠনের প্রস্তাবও দেওয়া হয়। সেই দলের সদস্যদের প্রয়োজনে পুরসভার তরফ থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি সবরকম সহযোগিতা করা হবে বলেও জানিয়েছিলেন অতীনবাবু। শিয়ালদহ স্টেশনে কোথায় কোথায় জল জমে মশার বংশ বিস্তার হতে পারে, পুরসভার আধিকারিকদের তোলা সেই জায়গাগুলির ছবি ডিআরএম'র হাতে তুলে দেওয়া হয়। অতীনবাবু জানিয়েছিলেন, 'প্রথমে ডেঙ্গু নিয়ে বৈঠক করতে পুরসভা থেকে পূর্ব রেলের শিয়ালদহ শাখার ডিআরএমকে চিঠি দেওয়া হয়। তারপর তাঁদের পক্ষ থেকে তৎপরতা দেখিয়ে বৃহস্পতিবার বৈঠকের ব্যবস্থা করেন।

শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে মেট্রো রেলের কাজ চলছেই, সেখানে নির্মাণস্থলে আবর্জনায় জল জমতে পারে। এছাড়া রেল ট্রাকের উপর, পাশে কারশেডের মধ্যে ছাউনির উপরে, রেলের অফিসের ছাদে ওভারহেড রিজার্ভারে মশার লার্ভা জন্মানোর সম্ভাবনা রয়েছে।' এই সব বিষয় নিয়েই বৈঠক হয় রেলের সঙ্গে। তবে চলতি বছরের প্রথম থেকেই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করতে তৎপর হয়ে উঠেছে কলকাতা পুরসভা। অন্যদিকে, জানুয়ারি মাস থেকে এখনও পর্যন্ত শহরে প্রায় ৯৭ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। বরো-৩ এর ১৪নং ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তবে মানুষকে সচেতন হওয়ার বার্তা দিচ্ছেন অতীনবাবু।

বিধানসভায় নিউটাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বিল পাস

স্টাফ রিপোর্টার : সোমবার বিধানসভায় নিউটাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বিলের উপর আলোচনা করেছেন কংগ্রেসের সুখবিলাস বর্মা, তৃণমূল কংগ্রেসের সুজিত বোস, শীলভদ্র দত্ত, সিপিএমের মানস মুখার্জি। বিধানসভায় বিলটি পেশ করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এদিন বিরোধীদের সমালোচনার জবাব দিতে উঠে তিনি বলেন, ২০০৭ সালে এই বিল আসে। সিপিএমের মানস মুখার্জিকে লক্ষ্য করে বলেন,''আপনারদের দল বিল এনেছিল। তখন মন্ত্রী ছিলেন অশোক ভট্টাচার্য। নিউটাউনের বহু মানুষ এসেছেন। এই এলাকায় উন্নয়ন করা হচ্ছে। মানুষের স্বার্থেই এই বিলটি আনা হয়েছে।'' এরপর ধ্বনিভোটে বিলটি পাস হয়।

এদিকে নগরপঞ্জি ইস্যু নিয়ে দিলীপ ঘোষের দেওয়া হুঁশিয়ারিরও পাল্টা জবাব দেন ফিরহাদ হাকিম। তার সাফ বক্তব্য,বিজেপি'র এই স্বপ্ন কোনওদিন পূরণ হবে না। ক্ষমতায় আসার আগেই বিজেপি বিভেদের রাজনীতি করছে, আর ক্ষমতায় এলে কী হবে? এটা বাংলার মানুষ খুব ভালভাবেই জানেন।

বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ দিবসে তাঁকে স্মরণ করে যাদবপুর এন. কে. পাল. আদর্শ শিক্ষায়তন প্রাক্তনী সংসদের দ্বিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে মুকুন্দপুরের শঙ্কর নেত্রালয়ের সহযোগিতায় বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও স্বল্প মূল্যে চশমা প্রদান শিবিরের আয়োজন করেছিল। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করছেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র তথা চিত্র পরিচালক রাজা সেন। অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কুমার মিশ্র মহাশয়।